তারিখ ... 24 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

আজকের কাগজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সন্ত্রাস

২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবারো অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ইসলামী ছাত্র শিবির শ্বেত সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্যাম্পাস থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মি ও সমর্থকদের ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে অস্ত্রের মুখে বিতাড়িত করেছে। হলগুলো থেকেও জোরপূর্বক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মিদের মারধোর করে বের করে দেয়। কটেজগুলোতে গিয়ে সশস্ত্র শিবির ক্যাডার বাহিনী সশস্ত্র মহড়া দিয়ে সেখানে অবস্থানরত ছাত্রদের সাবধান করে দিয়েছে। গত রাতে হল ও কটেজ থেকে নিরাপত্তাহীনতার আশংকায় বহু ছাত্র চট্টগ্রাম শহরে এসে অবস্থান নিয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু ছাত্র আজকের কাগজের চট্টগ্রাম অফিসে এসে অভিযোগ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে যেকোন সময় ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা করা হচ্ছে।

গতকাল সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'জন ছাত্রলীগ কর্মিকে গুলি ও ছুরিকাঘাত করে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। এরা হলো মোহাম্মদ সেলিম (২৬) ও হিরু (২৫) তাদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সশস্ত্র শিবির কর্মিরা গুলি ককটেল ফাটিয়ে ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় আতংকের সৃষ্টি করে ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা জানায়। ছাত্রলীগ নেতার উপর শিবিরের নগ্ন হামলার প্রতিবাদে রেল স্টেশন চত্বরে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা সৌরভ। আবু মুসা বকুল, আল হাসান খান, মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন প্রমুখ। বক্তারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে উল্লেখ করেন। এদিকে দলীয় ছাত্রঐক্য আগামীকাল শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ দিবস ধর্মঘট আহবান করেছে।

অন্যদিকে দুপুর ১টার দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রবেশ পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ছাত্র শিবিরের এ হামলার প্রতিবাদ জানায়। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রোক্টর আবুল কাসেমকে লাঞ্ছিত করে। একটি শিক্ষকবাহী গাড়িও ভাঙ্গচুর করা হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ব্যারিকেডের কারণে শাটল ট্রেনও শহরে আসতে পারেনি। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এই ঘটনার প্রতিবাদে অপর এক বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন ওসমান গণি মজুমদার, খোকন দাস। বক্তারা বলেন, ইসলামী ছাত্র শিবির গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের উল্লাসে ছাত্রলীগের দু'জন কর্মিকে গুলি করে আহত করে প্রমাণ করেছে তারা আবারো এদেশকে পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য বানাতে চায়। তারা এ ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দাবি জানান।